Arabinda Paul

Sub-Philosophy, B.A, SEM-IV (For other Hons students) Paper-GE-4, Topic-Euthanasia

আলোচ্য বিষয় – স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সপক্ষে যুক্তি

Arguments in favour of Euthanasia

প্রশ্ন — স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সপক্ষে যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা ও বিচার কর (Explain and examine the arguments for Euthanasia)। ১০/৫

স্বেচ্ছা-মৃত্যুর বিপক্ষে যেমন বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া যায় তেমনই স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সপক্ষে সংক্ষেপে কয়েকটি যুক্তি এখানে উল্লেখ করা হল — প্রথমত স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সমর্থকরা Old Testament-এর একটি নৈতিক বিধির (স্বর্ণনিয়ম-Golden Rule) উল্লেখ করে অনৈচ্ছিক স্বেচ্ছা-মৃত্যুর ঔচিত্য প্রমাণ করেন। নৈতিক বিধিটি হল, 'অপরের প্রতি তুমি তেমন আচরণ কর, যেমনটি তুমি নিজে অপরের থেকে প্রত্যাশা কর।' অন্যকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত দেখলে আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা, কেননা ঐ একই অবস্থায় আমরাও অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করি। Spina-bifida অথবা Down's syndrome নিয়ে যে শিশু জন্মায় তারা বেশিদিন বাঁচে না, বাঁচলেও তাদের জীবন হয় অত্যন্ত যন্ত্রণাবিদ্ধ। ড: এডুনী স'এর একটি রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে: 'যে চিকিৎসকের কাজ হল মৃত্যুকে রোধ করা সেই ডাক্তারের ঐ সব (spina bifida, Down's syndrome-যুক্ত) শিশুর প্রতিকারহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ কি মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য।' দুরারোগ্য ক্যানসারে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু-দৃশ্য সবার কাছেই মর্মান্তিক হৃদয়-বিদারক

হবে।

তৃতীয়ত, ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহকে (Consequentialism) মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- কোনো কাজের ফলাফল ভালো হবে কি না তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ফলাফল ভালো হবে বলে আশা করা হলেও বাস্তবে তা নাও হতে পারে। আবার কোনো কাজের ফলাফল খারাপ হবে বলে ধারণা করা হলেও বাস্তবে তা ভালো ফল বয়ে আনতে পারে। এছাড়া ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহ ব্যক্তির অধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ এই নীতিগুলো মূলত সমাজের সামগ্রিক সুখ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়, যা কখনো কখনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট গোষ্ঠীর ক্ষতি করে যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপকার করা যায়, তাহলে ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহ সেটিকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হতে পারে।

চতুর্থত, উপযোগবাদের (Utilitarianism) মূল্যায়ন করতে গিয়ে ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহের আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়। এই নীতিগুলো অনুসারে, সমাজের যে সব কাজ সমাজের বৃহত্তর সুখের তুলনায় বেশি দুঃখ বয়ে আনে, সেগুলোকে অনুচিত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই নীতিগুলো ব্যক্তির অধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট গোষ্ঠীর ক্ষতি করে যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপকার করা যায়, তাহলে ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহ সেটিকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হতে পারে। এছাড়া ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহ ব্যক্তির অধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ এই নীতিগুলো মূলত সমাজের সামগ্রিক সুখ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়, যা কখনো কখনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট গোষ্ঠীর ক্ষতি করে যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপকার করা যায়, তাহলে ফলাফল-ভিত্তিক নীতিসমূহ সেটিকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হতে পারে।

হলে কোন বিশেষ কর্মনা-হ্রাসকে চিহ্নিত করা হবে।
তখন কর্তে হবে।

কর্মনা-হ্রাসের সমর্থকদের অভিমত হল, ঐ কথা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তথা প্রথম কর্ত কালিন হলে কালক্রমে আপনা থেকেই তা তথাকথিত নীতি বিজ্ঞানে অনুসারে কর্মনা-হ্রাসকে অর্থনীতিসম্মত কর্তে বাধ্য করবে। কর্মনা-হ্রাস অর্থনীতিসম্মত হলে তবেই সমাজ অনাকাঙ্ক্ষিত অনাবশ্যক চাহিদা-চাপকে কমাতে পারবে। ফলে তথাকথিত নীতি বিজ্ঞানে চাহিদাগুলি যথাযথভাবে পূরণ হতে পারে, এমন অবস্থাকেও কর্মনা-হ্রাসের সমর্থকগণ সমর্থন করেন না। তবে তাঁরা স্বীকার করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি কর্ত কালক্রম হলে কর্মনা-হ্রাসকে ত্বরান্বিত করা হবে। কর্ত কালক্রম বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানিক হবে — যেমন, [1] যেসব বস্তুর চাহিদা স্থায়ীভাবে কম, [2] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [3] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [4] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [5] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [6] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [7] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [8] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [9] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [10] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক।

কর্মনা-হ্রাসের সমর্থকদের অভিমত হল, ঐ কথা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তথা প্রথম কর্ত কালিন হলে কালক্রমে আপনা থেকেই তা তথাকথিত নীতি বিজ্ঞানে অনুসারে কর্মনা-হ্রাসকে অর্থনীতিসম্মত কর্তে বাধ্য করবে। কর্মনা-হ্রাস অর্থনীতিসম্মত হলে তবেই সমাজ অনাকাঙ্ক্ষিত অনাবশ্যক চাহিদা-চাপকে কমাতে পারবে। ফলে তথাকথিত নীতি বিজ্ঞানে চাহিদাগুলি যথাযথভাবে পূরণ হতে পারে, এমন অবস্থাকেও কর্মনা-হ্রাসের সমর্থকগণ সমর্থন করেন না। তবে তাঁরা স্বীকার করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি কর্ত কালক্রম হলে কর্মনা-হ্রাসকে ত্বরান্বিত করা হবে। কর্ত কালক্রম বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানিক হবে — যেমন, [1] যেসব বস্তুর চাহিদা স্থায়ীভাবে কম, [2] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [3] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [4] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [5] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [6] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [7] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [8] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [9] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক, [10] যেসব বস্তুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী স্থিতিস্থাপক।